দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে

এইচএসসি ৭০.৪৩ আলিম ৮৪.১৪ কারিগরি ৮০.৭৪ ● শতভাগ পাসের প্রতিষ্ঠান বেড়েছে

১০ বোর্ডের পাসের হার ৭২.৭৮	
ঢাকা	৭১.৫৩
রাজশাহী	৭০.৪৭
কুমিল্লা	৬৬.৯৯
চট্টগ্রাম	৭৬.৩১
বরিশাল	৬৭.২০
সিলেট	৭৩.৯৬
দিনাজপুর	৫৫.৯০
যশোর	৭৮.৭৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল তার সরকারী বাসভবন যমুনায় এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন

রিয়াজ চৌধুরী

দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি বিএম/ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল গতকাল (শনিবার) একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। মোট দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় ১ হাজার ৯০৯ জন কম জিপিএ-৫ পেয়েছে। সার্বিক পাসের হারও গতবারের চেয়ে কমেছে ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। এবছর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৮ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবছরই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

এবছর একশ ভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গতবছরের তুলনায় বেড়ে ৭৫৫টি হয়েছে। গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৬১৪টি। অপরদিকে একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের ন্যায় এবারও ৪১টি। এবছর বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবছরের তুলনায় কমেছে। এবার এ সংখ্যা ৬৬৪ জন, গতবছর ছিল ৭৮৫ জন। এবার ১ হাজার ৯০৮টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৭ হাজার ১৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে শতভাগের নিচে পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৬৩টি, শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগের নিচে পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৩৩টি, শতকরা ১০ ভাগ থেকে ২০ ভাগের নিচে পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৯টি, শতকরা ৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগের নিচে পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০টি এবং শূন্য থেকে ৫ শতাংশের নিচে পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০টি।

সকল বোর্ডের অধীনে অংশগ্রহণকারী ৬ লাখ ৭ হাজার ৮৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৯ জন। পাসের হার ৭২ দশমিক ৭৮ ভাগ। গতবছর এ পাসের হার ছিল ৭৬ দশমিক ১৯ ভাগ। এবছর দশ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ১৩৬ জন। এর মধ্যে ১২ হাজার ৮৮ জন ছেলে এবং ৮ হাজার ৪৮ জন মেয়ে। গতবছর সব বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২২ হাজার ৪৫ জন। পাসের হারের বিবেচনায় গতবছরের ন্যায় এবারও দশ বোর্ডে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এবার এ বোর্ডের পাসের হার ৮৪ দশমিক ১৪ ভাগ। ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায়,

পৃঃ ১২ কঃ ৩

পাসের হার কমেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসিতে উত্তীর্ণের হার গতবারের চেয়ে ৪ শতাংশ কমেছে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ১ হাজার। তবে উত্তীর্ণের হার বেড়েছে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায়। আলিম পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণের হার ১ দশমিক ৭১ শতাংশ বেড়ে ৮৪ দশমিক ১৪ শতাংশে হয়েছে। এ পরীক্ষায় গতবার উত্তীর্ণের হার ছিল ৮২ দশমিক ৪৩ শতাংশে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি (বিএম-ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণের হার ৮০ দশমিক ৭৪ শতাংশে। গতবার এই হার ছিল ৮১ দশমিক ২৭ শতাংশে। অর্থাৎ উত্তীর্ণের হার কমেছে শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ। এবার সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা।

৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে এবার ৪ লাখ ৮৯ হাজার ১০২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮৫ জন। পাসের শতকরা হার ৭০ দশমিক ৪৩ ভাগ। পাসের হারের দিক থেকে ৮ বোর্ডের মধ্যে যশোর বোর্ড শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এ বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৭৮ দশমিক ৭৭ ভাগ। এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে ১ লাখ ৫২ হাজার ৪৭০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৯ হাজার ৬০ জন, পাসের হার ৭১ দশমিক ৫৩ শতাংশে। রাজশাহী বোর্ড থেকে ৭৪ হাজার ২৭৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ৫২ হাজার ৩৩৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ৭০ দশমিক ৪৭ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ড থেকে ৪১ হাজার ১৯৯ জন পরীক্ষা দিয়ে ২৭ হাজার ৫৯৮ জন পাস করেছে, পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯৯শতাংশে। চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে ৪১ হাজার ৪৯৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩১ হাজার ৬৬৮ জন পাস করেছে। পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩১ শতাংশে। বরিশাল বোর্ড থেকে ২৯ হাজার ৭২০ জন পরীক্ষা দিয়ে ১৯ হাজার ৯৭২ জন পাস করেছে, পাসের হার ৬৭ দশমিক ২০ শতাংশে। সিলেট বোর্ড থেকে ১৮ হাজার ১৩৬ জন পরীক্ষা দিয়ে ১৩ হাজার ৪১৩ জন পাস করেছে, পাসের হার ৭৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ। দিনাজপুর বোর্ড থেকে ৫৮ হাজার ৫৪১ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩২ হাজার ৭২২ জন পাস করেছে, পাসের হার ৫৫ দশমিক ৯০ শতাংশ। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ৫৮ হাজার ৯৭৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৪৯ হাজার ৬২৬ জন পাস করেছে, পাসের হার ৮৪ দশমিক ১৪ শতাংশে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ৫৯ হাজার ৭৯২ জন পরীক্ষা দিয়ে ৪৮ হাজার ২৭৮ জন পাস করেছে, পাসের হার ৮০ দশমিক ৭৪ শতাংশে।

আরেক হিসেবে দেখা যায়, এবছর বিজ্ঞান বিভাগে ৯৪ হাজার ৫২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে ৬৬ হাজার ৮১৫ জন পাস করেছে, পাসের হার ৭০ দশমিক ৬৯ শতাংশে, মানবিক বিভাগে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭২৫ জন পরীক্ষা দিয়ে ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৭১ জন পাস করেছে, পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং বাণিজ্য বিভাগে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ১ লাখ ২৪ লাখ ৮৯৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ৭৯ দশমিক ৬৩ লাখ।

ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ হাজার ৪৫০ জন, রাজশাহী বোর্ডে ২ হাজার ২২৯ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৬০১ জন, যশোর বোর্ডে ২ হাজার ৯৩ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ১ হাজার ৪৪৮ জন, বরিশাল বোর্ডে ৫৭৪ জন, সিলেট বোর্ডে ৪৩৯ জন, দিনাজপুর বোর্ডে ১ হাজার ৩৮৮ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ১ হাজার ৮৯৪ জন এবং কারিগরি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০১ জন। গতবছরের ন্যায় এবারও জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজধানী নটরডেম কলেজ সকল বোর্ডের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ১ হাজার ২০৭ জন। এদিকে বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ১৭০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬০ জন পাস করেছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ জন। গড় পাসের হার ৯৪ দশমিক ১২ ভাগ।

গতকাল বেলা ২টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ফলাফলের সারাংশ তুলে ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের কপি হস্তান্তর করেন। হস্তান্তরকালে প্রধানমন্ত্রী ফলাফলের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ফলাফল পাওয়া যাবে এমন একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে এইচএসসি উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার, আবার অনেক শিক্ষার্থী এ স্তরের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে থাকে। সরকারের শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এবার সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। তিনি এ কাজের সাথে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, এবছরই সবগুলো শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশের বিগত বছরের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ৩শ'টি প্রতিষ্ঠানে ই-মেইলের মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী কৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রীদের নতুন উদ্যমে আগামীর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।